দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 05 FEB 2014
পৃষ্ঠা ৮ ৭

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা

বেসরকারি স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি হইবেন স্থানীয় সংসদ সদস্য অথবা তাঁহার মনোনীত প্রতিনিধি। তবে মাননীয় সংসদ সদস্য চাহিলে সর্বোচ্চ চারটি প্রতিষ্ঠানের সভাপতির দায়িত্ব নিজেই পালন করিতে পারিবেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হইতে এই সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হইয়াছে গত রবিবার। অবশ্য এই নির্দেশটি একেবারে নূতন নহে। অনুরূপ ব্যবস্থা আগেও বহাল ছিল। গত ডিসেম্বরে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বিধানটি সাময়িকভাবে স্থগিত করা হইয়াছিল। নূতন আদেশের মাধ্যমে আগে হইতে চলিয়া আসা ব্যবস্থাটি পুনরুজ্জীবিত করা হইল মাত্র। বিষয়টি লইয়া কিঞ্চিত আলোচনা করিবার অবকাশ আছে বৈ কি!

নিজ সংসদীয় এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনায় স্থানীয় সংসদ সদস্যের সক্রিয় অংশগ্রহণ কিংবা তাঁহার কর্তৃত্বের ভাল-মন্দ দুই দিক হইতেই দেখিবার সুযোগ রহিয়াছে। ভালদিক এই যে, মাননীয় সংসদ সদস্যগণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকিলে বোধগম্য কারণেই তিনি ওইসব প্রতিষ্ঠানের প্রতি অধিক প্রযত্নশীল থাকিবেন এবং কোন্ প্রতিষ্ঠানের কি ধরনের সমস্যা সেই বিষয়ে তিনি সব সময় ওয়াকিবহাল থাকিবেন এবং প্রয়োজন মাফিক সমস্যা সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপ লইতে পারিবেন। একজন সংসদ সদস্য যত সহজে স্কুল বা কলেজের সমস্যা সমাধানকল্পে শিক্ষাবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকৃষ্ট করিতে পারেন, অন্য কাহারও পক্ষে তাহা অতটা সহজ নাও হইতে পারে। উপরন্তু প্রতিষ্ঠানের ছোটখাটো উন্নয়ন ও সংস্কার কাজে এমপি নিজেই কিছু না কিছু বরাদ্দ দিতে পারেন। স্থানীয় দলাদলি হইতেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

ইতিবাচক এই দিকগুলি থাকা সত্ত্বেও মাননীয় সংসদ সদস্যের কর্তৃত্বের কিছু ঋণাত্মক দিকও যে রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। সংসদ সদস্যগণ অবশ্যই রাজনৈতিক ব্যক্তি। তাঁহার নিজদলীয় কর্মী সমর্থকদের প্রতি দুর্বলতা থাকা বিচিত্র নহে। এর ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় দলীয় প্রভাব পড়া অসম্ভব নহে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সামাজিক, দলমত নির্বিশেষে সকলের। এলাকার সর্ব শ্রেণীর মানুষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে উপকার লাভ করিয়া থাকেন। যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সঙ্গে স্থানীয় বিদ্যোৎসাহীগণেরই যুক্ত থাকা উচিত। প্রসঙ্গত বলা বাহুল্য যে বেসরকারি স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসাসমূহ বর্তমানে প্রধানত সরকারি অনুদানেই চলিয়া থাকে। শিক্ষকগণের মূল বেতনের একশতভাগই দেওয়া হইয়া থাকে সরকারি কোষাগার হইতে। তাহা হইলেও এইসব প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগই স্থাপিত হইয়াছে স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণের উদ্যোগে। কিন্তু প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় দলীয় বিবেচনা প্রাধান্য পাইলে স্থানীয় বিদ্যোৎসাহীগণের যুক্ত থাকিবার প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষিত থাকিয়া যাইতে পারে।

এই বাস্তবতায় আমাদের বলিবার কথা এই যে, বেসরকারি স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসা পরিচালনায় স্থানীয় শিক্ষানুরাগী সমাজসেবকগণ যাহাতে যুক্ত থাকিতে পারেন তাহার স্পষ্ট দিকনির্দেশনা থাকা দরকার। সংসদ সদস্য পৃথকভাবে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি না হইয়াও এলাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রযত্নশীল থাকিতে পারেন। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সক্রিয় ও শক্তিশালী কমিটি থাকা একান্ত প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার মানোন্নয়ন কীভাবে করা যায় সেই বিষয়ে কমিটির সদস্যগণের তৎপর থাকা কর্তব্য। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদে অভিভাবক প্রতিনিধি, শিক্ষক প্রতিনিধি থাকেন। এই প্রতিনিধিদের নির্বাচিত হইবার কথা। প্রতিনিধি নির্বাচনে কোনোমতে দলীয় বিবেচনা প্রাধান্য পাওয়া উচিত নয় বলিয়াই আমরা মনে করি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ সুষ্ঠু সুন্দরভাবে চলিতে থাকুক এবং প্রতিটি স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসায় শিক্ষার মান নিশ্চিত করিতে হইবে। এই জন্য শিক্ষক, পরিচালনা পরিষদ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মিলিত প্রয়াসের জায়গাটি যাহাতে অমসৃণ হইয়া না যায় সেই দিকে খেয়াল রাখা অত্যাবশ্যকীয়।